কেমন তামাক-কর চাই

তামাক-কর ও দাম সংক্রান্ত বাজেট প্রস্তাব ২০২০-২১

মূল দাবি:

- সিগারেটের মূল্যস্তর সংখ্যা ৪টি থেকে ২টি নির্ধারণ করা
- তামাকপণ্যে সুনির্দিষ্ট কর পদ্ধতি প্রবর্তন করা
- তামাকপণ্যের খুচরা মূল্যের ওপর ৩ শতাংশ সারচার্জ আরোপসহ সকল তামাকপণ্যের কর ও দাম বাড়িয়ে তরুণদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যাওয়া

বাংলাদেশ এখন এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। কোভিড-১৯ মহামারী দেশের স্বাস্থ্য ও অর্থ খাতসহ প্রায় সকল খাতকেই মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তামাককে করোনা সংক্রমণ সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করে এর ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার কথা বলছে। ধূমপানের কারণে শ্বাসতন্ত্রের নানাবিধ সংক্রমণ এবং শ্বাসজনিত রোগ তীব্র হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এ বিষয়ে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের একাধিক গবেষণা পর্যালোচনা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সম্প্রতি জানিয়েছে, অধূমপায়ীদের তুলনায় ধূমপায়ীদের কোভিড-১৯ সংক্রমণে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এছাড়াও তামাক ব্যবহারের কারণে বিভিন্ন জটিল অসংক্রামক রোগ যেমন, হৃদরোগ, ক্যানসার, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে যা কোভিড-১৯ সংক্রমণেও ঝুঁকিপূর্ণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সতর্কতা আমলে নিলে দেশে বর্তমানে প্রায় ৪ কোটি তামাক ব্যবহারকারী[১] মারাত্মকভাবে করোনা সংক্রমণ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তামাক ব্যবহারজনিত রোগে দেশে প্রতিবছর প্রায় ১ লক্ষ ২৬ হাজার মানুষ অকাল মৃত্যু বরণ করে।[২] ২০১৯ সালে প্রকাশিত 'ইকোনমিক কস্ট অব টোব্যাকো ইউজ ইন বাংলাদেশ: এ হেলথ কস্ট অ্যাপ্রোচ' শীর্ষক গবেষণা ফলাফলে দেখা গেছে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তামাক ব্যবহারের অর্থনৈতিক ক্ষতির (চিকিৎসা ব্যয় এবং উৎপাদনশীলতা হারানো) পরিমাণ ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা, যা একই সময়ে (২০১৭-১৮) তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের (২২ হাজার ৮১০ কোটি টাকা) চেয়ে অনেক বেশি।[২]

বাংলাদেশের বর্তমান তামাক কর-কাঠামো অত্যন্ত জটিল এবং তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণে যথেষ্ট নয়। বিদ্যমান তামাক কর পদক্ষেপ বা কাঠামো বিশ্লেষণ করলে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে-

এক, বাংলাদেশে তামাকের ওপর বিদ্যমান কর-কাঠামো অত্যন্ত জটিল, পুরোনো ও দুর্বল। সিগারেটের উপর করারোপের ক্ষেত্রে বর্তমানে বহুস্তরবিশিষ্ট এডভ্যালোরেম (মূল্যের শতকরা হার) প্রথা কার্যকর রয়েছে, যা বিশ্বের মাত্র ৫/৬টি দেশে চালু আছে। উপরন্তু, তামাকপণ্যের ধরন (সিগারেট, বিড়ি, জর্দা ও গুল); তামাকপণ্যের বৈশিষ্ট্য (ফিল্টার-ননফিল্টার বিড়ি); এবং সিগারেটের ব্রান্ড (৪টি মূল্যস্তর) ভেদে ভিত্তিমূল্য ও কর-হার এ ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। একাধিক মূল্যস্তর এবং বিভিন্ন দামে তামাকপণ্য ক্রয়ের সুযোগ থাকায় তামাকের ব্যবহার হ্রাসে কর ও মূল্যপদক্ষেপ সঠিকভাবে কাজ করেনা। করপদক্ষেপের কারণে একটি মূল্যস্তরে তামাকপণ্যের দাম বাড়লে অথবা ভোক্তার জীবনমানে কোন পরিবর্তন ঘটলে সে তার পছন্দ (choice) সুবিধামতো স্তরে স্থানান্তর (switch) করতে পারে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তার রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী অন্য মূল্যস্তরের তামাক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

দুই, বাজেটে করারোপের মাধ্যমে তামাকপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি জনগণের বাৎসরিক মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮-১৯ সালে মাথাপিছু জাতীয় আয় (নমিন্যাল) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেড়েছে ১১.৬ শতাংশ। অথচ সর্বশেষ বাজেটে সিগারেট বাজারের প্রায় ৭২ শতাংশ দখলে থাকা নিম্নস্তরের সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে মাত্র ৫.৭ শতাংশ। ফলে এই স্তরের সিগারেটের প্রধান ভোক্তা নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতার কোনো পরিবর্তন হবেনা এবং একই সাথে ধূমপান শুরু করতে পারে এমন তরুণ প্রজন্মকে ধূমপানে নিরুৎসাহিত করা যাবেনা।

তিন, আইন বহির্ভূত বা অনিয়ন্ত্রিত উপায়ে সস্তা তামাকপণ্য বিশেষ করে গুল, জর্দা, সাদাপাতা এবং বিড়ি উৎপাদন ও বিপণনের সুযোগ। বাংলাদেশে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের উৎপাদন ও বিপণন চলে অনেকটা অনিয়ন্ত্রিতভাবেই। ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য উৎপাদনে ভারি/দামি যন্ত্রপাতি এবং পুঁজির তেমন দরকার হয়না বলে গৃহস্থালি পর্যায়েও এগুলোর উৎপাদন হয়ে থাকে। এনবিআরের মূসক নিরীক্ষা ও গোয়েন্দা সংক্রান্ত টাস্কফোর্স সারাদেশে ৩২টি ব্র্যান্ডের গুল ও ৪২১টি ব্র্যান্ডের জর্দা কোম্পানির একটি তালিকা তৈরি করলেও এর পূর্ণাঙ্গ কোন পরিসংখ্যান এখনও নেই। এদের বেশিরভাগই সরকারের করজালের বাইরে রয়ে গেছে। বর্তমানে তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ (যাদের অধিকাংশ দরিদ্র এবং নারী) ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন। অর্থাৎ তামাক নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত তামাককর পদক্ষেপ বাংলাদেশে বেশিরভাগ তামাক ব্যবহারকারী, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী নারী এবং দরিদ্র মানুষকে সুরক্ষা প্রদান করতে পারছেনা। সরকারও বিপুল পরিমাণে রাজস্ব হারাচ্ছে।

চার, বহুজাতিক তামাক কোম্পানিকে সুবিধা প্রদান। বিগত কয়েক বছর ধরেই সিগারেটের সম্পূরক শুল্ক বাড়ানো হচ্ছেনা। বিশেষত উচ্চ এবং প্রিমিয়াম স্তরে (সিগারেট রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসে এই দুইটি স্তর থেকে) সম্পূরক শুল্ক না বাড়িয়ে বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলোকে ব্যাপকভাবে মুনাফা করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। সম্পূরক শুল্ক না বাড়িয়ে কেবল মূল্যস্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে সিগারেটের দাম বাড়ানো হলে বর্ধিত মূল্যের একটি বড় অংশ তামাক কোম্পানির পকেটে চলে যায়। চলতি বাজেটে সিগারেটের সম্পূরক শুল্ক অপরিবর্তিত রাখায় বিগত বছরের তুলনায় সিগারেট কোম্পানির আয় নিম্নস্তরে ৫.৭ শতাংশ, মধ্যমস্তরে ৩১.৩ শতাংশ, উচ্চস্তরে ২৪ শতাংশ এবং প্রিমিয়াম স্তরে ১৭.১ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। তামাক কোম্পানিকে এভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ প্রদান করে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জন আদৌ সম্ভব নয়।

[1] Global adult tobacco survey (GATS): Bangladesh. World Health Organization; 2018. Available at: http://www.searo.who.int/bangladesh/gatsbangladesh2017fs14aug2018.pdf
[2] The economic cost of tobacco use in Bangladesh: A health cost approach. Available at: https://www.cancerresearchuk.org/sites/default/files/tat004_factsheet_proactt_final_print.pdf

পাঁচ, বাংলাদেশে নেই কোনো তামাক-কর নীতিমালা: উপেক্ষিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা। তামাকখাত থেকে সরকারের রাজস্ব আহরণের কোন সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। ফলে, তামাকপণ্যে করারোপের ক্ষেত্রে প্রতিবছরই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তামাক কোম্পানির সাথে বৈঠকে বসে এবং দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত তাদের প্রস্তাবনাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ তামাকমুক্ত করার কৌশল হিসেবে তামাকের উপর বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো সহজ করে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্কনীতি গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। কিন্তু ৪ বছর পেরিয়ে গেলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়নি।

চিত্র ১: প্রতি ১০০০ শলাকা সিগারেটের জন্য মাথা পিছু জিডিপির শতকরা অংশ[৩]

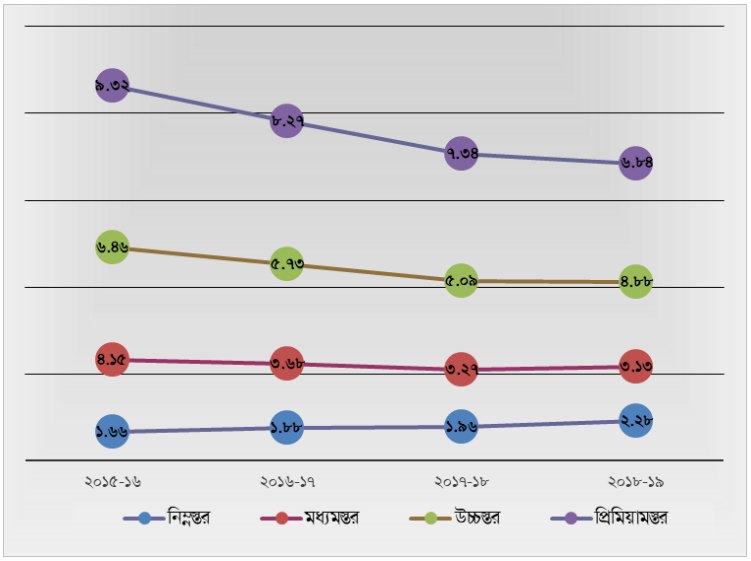

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তামাকপণ্যে কার্যকরভাবে করারোপ করা অত্যন্ত জরুরি। **এক:** তামাকপণ্য দিন দিন সস্তা থেকে আরও সস্তা হচ্ছে (চিত্র ১), ফলে এর ব্যবহার ও ব্যবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পাচ্ছে যা রোধ করা জরুরি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৮ সালের তথ্যমতে, বিশ্বের ১৫৭টি দেশের মধ্যে সবচেয়ে কমদামে সিগারেট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১০২তম এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিয়ানমারের পরেই বাংলাদেশে সবচেয়ে কম দামে সস্তা ব্রান্ডের সিগারেট পাওয়া যায়।[৪] বাংলাদেশে বিড়ি ও ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য আরও সস্তা। প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) কর্তৃক রিলেটিভ ইনকাম প্রাইস (আরআইপি) পদ্ধতির মাধ্যমে সিগারেটের স্তরভিত্তিক সহজলভ্যতা বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২০১৫-১৬ সালে একজন ধূমপায়ীর প্রিমিয়াম, উচ্চ এবং মধ্যমস্তরে ১০০০ শলাকা সিগারেট কিনতে যেখানে মাথাপিছু জিডিপি'র যথাক্রমে ৯.৩২, ৬.৪৬ ও ৪.১৫ শতাংশ ব্যয় হতো, সেখানে ২০১৮-১৯ সালে একই পরিমাণ সিগারেট কিনতে ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ৬.৮৪, ৪.৮৮ ও ৩.১৩ শতাংশ। নিম্নস্তরে এই হার প্রায় একই রয়েছে। গ্যাটস ২০১৭ অনুযায়ী, ২০০৯ এর তুলনায় ২০১৭ সালে সিগারেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ সিগারেটের প্রকৃত মূল্য ক্রমশ হ্রাস পাওয়ায় সিগারেটের ব্যবহার কমছেনা। **দুই:** তামাক কর স্বল্পমেয়াদে অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের একটি অন্যতম উৎস। জাতিসংঘের উদ্যোগে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবাতে অনুষ্ঠিত 'উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন' শীর্ষক বিশ্ব সম্মেলনে তামাক করকে রাজস্ব আহরণের একটি কার্যকর ও সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন। বাস্তবতা হলো মোট তামাক রাজস্বের মাত্র ০.২ শতাংশ (২০১৭-১৮ অর্থবছর) আসে ধোঁয়াবিহীন তামাক থেকে। সুতরাং ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য থেকে সরকারের বাড়তি রাজস্ব আয়ের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। **তিন:** গবেষণায় দেখা গেছে, তামাকের উপর কার্যকরভাবে করারোপ করলে তামাকের ব্যবহার হ্রাস পায় এবং রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পায়। ফিলিপাইন, তুরস্ক, মেক্সিকো ও সাউথ আফ্রিকা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাউথ আফ্রিকায় ১৯৯৩ থেকে ২০০৯ সময়কালে সিগারেটের প্রকৃতমূল্য ৩২ শতাংশ থেকে ৫২ শতাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে ফলে সেখানে একদিকে প্রাপ্ত বয়স্ক জনগোষ্ঠির মাঝে মাথাপিছু দিনপ্রতি সিগারেট সেবনের পরিমাণ ৪টি থেকে কমে ২টিতে নেমে এসেছে অন্যদিকে এসময়ে সরকারের রাজস্ব আয় ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। **চার:** বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে তামাক ব্যবহারের উচ্চ প্রবণতা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। হতদরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে তামাক ব্যবহারের হার ৪৮ শতাংশ, যেখানে অতি উচ্চবিত্ত জনগোষ্ঠির মধ্যে এই হার মাত্র ২৪ শতাংশ। তামাক ব্যবহারকারী পরিবারগুলোকে তামাকমুক্ত পরিবারের তুলনায় শিক্ষা, বস্ত্র, বাসস্থান, জ্বালানি এবং যাতায়াতের চেয়ে চিকিৎসায় অনেক বেশি ব্যয় করতে হয়।[৫] এছাড়াও তামাকের ব্যবহার স্বাস্থ্য ব্যয় বৃদ্ধি, আয় ও উৎপাদনশীলতা হ্রাস এবং একইসাথে পুষ্টি ও শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যয় সীমিত করার মাধ্যমে পরিবারগুলোকে ক্রমশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর করে ফেলে।[৬] **পাঁচ:** ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত* বাংলাদেশ অর্জন করতে হলে তামাকের ব্যবহার এখন থেকেই দ্রুতহারে কমাতে হবে এবং এক্ষেত্রে তামাকের ব্যবহার প্রতি বছর গড়ে ১.৫ শতাংশ হারে কমাতে হবে।

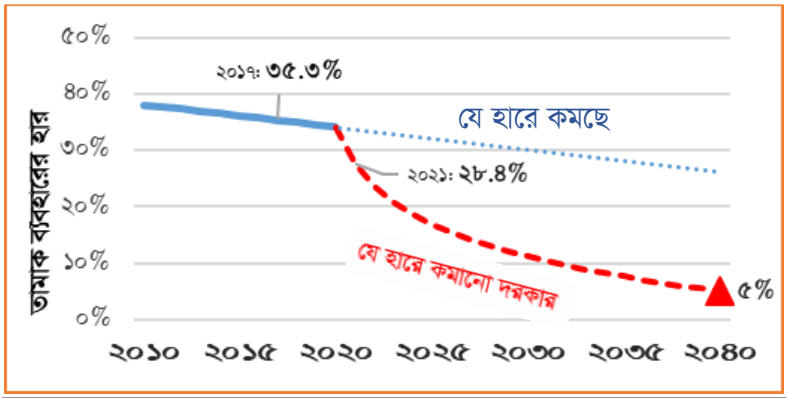

*তামাকের ব্যবহার ৫ শতাংশ বা তার নিচে হলে তামাকমুক্ত বোঝায়

[3] * Relative Income Price (RPI)= Per Capita GDP (in BDT) required to purchase certain amount of tobacco product.
** Cigarette price taken from government declared SRO data from year 2015-16 to 2017-18.
***Per capita GDP (in BDT) taken from Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).
[4] WHO report on the global tobacco epidemic 2019. Available at: https://www.who.int/tobacco/global_report/en/
[5] Husain MJ, Datta BK, Virk-Baker MK, Parascandola M, Khondker BH (2018) The crowding-out effect of tobacco expenditure on household spending patterns in Bangladesh. PLoS ONE 13(10): e0205120.
[6] Chaloupka FJ and Blecher E. Tobacco & Poverty: Tobacco Use Makes the Poor Poorer; Tobacco Tax Increases Can Change That. A Tobacconomics Policy Brief. Chicago, IL: Tobacconomics, Health Policy Center, Institute for Health Research and Policy, University of Illinois at Chicago, 2018.

বাংলাদেশে তামাকপণ্যে যে সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে তা আরোপ করা হয় ad valorem অর্থাৎ মূল্যের শতাংশ হারে। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশ তামাকপণ্যে কার্যকর করারোপে মিশ্র পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে ad valorem পদ্ধতির পাশাপাশি সম্পূরক শুল্কের একটি অংশ সুনির্দিষ্ট (specific) আকারে আরোপ করা হয়। সুনির্দিষ্ট কর শলাকার সংখ্যা (বিড়ি, সিগারেট) বা ওজনের (গুল, জর্দা) উপর ধার্য হয়। সুতরাং সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক প্রচলনের প্রস্তাব বিদ্যমান জটিল কর ব্যবস্থা সহজীকরণ এবং তামাক কোম্পানির অতিরিক্ত মুনাফার সুযোগ রহিতকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

বাজেট প্রস্তাব ২০২০-২১

১. সিগারেটের মূল্যস্তর সংখ্যা ৪টি থেকে ২টিতে (নিম্ন এবং প্রিমিয়াম) নামিয়ে আনা

ক. ৩৭+ টাকা এবং ৬৩+ টাকা এই দুইটি মূল্যস্তরকে একত্রিত করে নিম্নস্তরে নিয়ে আসা; নিম্নস্তরে ১০ শলাকা সিগারটের **খুচরা মূল্য ন্যূনতম ৬৫ টাকা** নির্ধারণ করে ৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক এবং ১০ টাকা **সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক** আরোপ করা।

খ. ৯৩+ টাকা ও ১২৩+ টাকা এই দুইটি মূল্যস্তরকে একত্রিত করে প্রিমিয়াম স্তরে নিয়ে আসা; প্রিমিয়াম স্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের **খুচরা মূল্য ন্যূনতম ১২৫ টাকা** নির্ধারণ করে ৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক এবং ১৯ টাকা **সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক** আরোপ করা।

২. বিড়ির ফিল্টার এবং নন-ফিল্টার মূল্য বিভাজন তুলে দেওয়া

ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকা বিড়ির **খুচরা মূল্য ৪০ টাকা** নির্ধারণ করে ৪৫% সম্পূরক শুল্ক ও **৬.৮৫ টাকা** সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; এবং ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকা বিড়ির **খুচরা মূল্য ৩২ টাকা** নির্ধারণ করে ৪৫% সম্পূরক শুল্ক এবং **৫.৪৮ টাকা** সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

৩. ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের (জর্দা ও গুল) মূল্য বৃদ্ধি করা

প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার **খুচরা মূল্য ৪০ টাকা** এবং প্রতি ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২৩ টাকা নির্ধারণ করে ৪৫% সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; এবং প্রতি ১০ গ্রাম জর্দা ও গুলের উপর যথাক্রমে **৫.৭১ টাকা** এবং **৩.৪৫ টাকা** সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা;

৪. সকল তামাকপণ্যের খুচরা মূল্যের ওপর ৩ শতাংশ হারে সারচার্জ আরোপ করা।

সুপারিশমালা

১. তামাকপণ্যের সহজলভ্যতা হ্রাস করতে মূল্যস্ফীতি এবং আয় বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি করা;
২. তামাকপণ্য ও ব্রান্ডের মধ্যে সম্পূরক শুল্ক ও মূল্য ব্যবধান কমিয়ে তামাক ব্যবহারকারীর ব্রান্ড ও পণ্য পরিবর্তনের সুযোগ সীমিত করা;
৩. সকল ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য উৎপাদনকারীকে সরকারের করজালের আওতায় নিয়ে আসা;
৪. একটি সহজ এবং কার্যকর তামাক কর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (৫ বছর মেয়াদি) করা;
৫. কঠোর লাইসেন্সিং এবং ট্রেসিং ব্যবস্থাসহ তামাক কর প্রশাসন শক্তিশালী করা, কর ফাঁকির জন্য শাস্তিমূলক জরিমানার ব্যবস্থা করা;
৬. তামাকপণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক পুনর্বহাল করা;
৭. সকল তামাকপণ্যের খুচরা মূল্যে ১৫ শতাংশ ভ্যাট, ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ এবং তামাক কোম্পানির ওপর ৪৫% করপোরেট ট্যাক্স বহাল রাখা।

তামাকের দাম বেশি হলে তরুণ জনগোষ্ঠী তামাক ব্যবহার শুরু করতে নিরুৎসাহিত হয় এবং বর্তমান ব্যবহারকারীরাও তামাক ছাড়তে উৎসাহিত হয়। উল্লিখিত 'তামাক-কর' প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হলে সম্পূরক শুল্ক এবং ভ্যাট বাবদ প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জিত হবে। এছাড়াও ৩ শতাংশ সারচার্জ থেকে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আয় অর্জন করা সম্ভব হবে। অতিরিক্ত এই অর্থ সরকার তামাক ব্যবহারের ক্ষতি হ্রাস, করোনা মহামারী সংক্রান্ত স্বাস্থ্য ব্যয় এবং প্রণাদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে ব্যয় করতে পারবে। এছাড়াও দীর্ঘমেয়াদে ৬ লক্ষ বর্তমান ধূমপায়ীর অকাল মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে এবং প্রায় ২০ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী ধূমপান ছেড়ে দিতে উৎসাহিত হবে। একইসাথে করোনার মতো যেকোন ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

বাংলাদেশে মোট জনগোষ্ঠির প্রায় অর্ধেক নারী এবং ৪৯ শতাংশ তরুণ। তামাক কোম্পানি বিশেষ করে বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলোর মূল টার্গেট এখন বাংলাদেশ। পৃথিবীর ৪র্থ বৃহত্তম তামাক কোম্পানি জাপান টোব্যাকোকে ব্যবসার সুযোগ দিয়ে সরকার ইতোমধ্যে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যকে আরেক দফা হুমকির মুখে ফেলেছে। এভাবে তামাকের ব্যবহার এবং তামাক কোম্পানিকে ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ প্রদান অব্যাহত থাকলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে অসংক্রামক রোগজনিত মৃত্যু এক-তৃতীয়াংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে না। সুতরাং প্রস্তাবিত তামাক-কর সংস্কারের ফলে তরুণ, নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে তামাক ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাস পাবে। একইসাথে, তামাকপণ্যের সহজলভ্যতা হ্রাস পাবে এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত হবে।

যোগাযোগ: **progga.bd@gmail.com**